মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে চিকিৎসা সেবা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ বিতরণ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

৪০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির অধিনায়ক লে. কর্ণেল ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বে আজ রোববার সকাল থেকে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গনে এ মেডিকেল ক্যাম্প শুরু হয়।

ক্যাপ্টেন রাকিব, মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন মোবাশ্বেরসহ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এ মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করেন। এলাকার বিভিন্ন প্রকার শতাধিক রোগী এখানে সেবা গ্রহণ করেন। এছাড়াও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্টের মাধ্যমে জনসচেনতা সৃষ্টিতে কাজ করেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

‘করোনাভাইরাস মারতে ঘরে-বাইরে জীবাণুনাশক ছিটিয়ে লাভ নেই’

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মারতে বাড়ির অভ্যন্তরে বা রাস্তায় জীবাণুনাশক স্প্রে করা ভালো কাজের চেয়ে আরও বেশি ক্ষতি করতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

ভাইরাস মোকাবেলায় উন্মুক্ত স্থান পরিষ্কার রাখা ও জীবাণুমুক্ত করার বিষয়ে শনিবার প্রকাশিত এক নথির বরাত দিয়ে এনডিটিভি এ খবর দিয়েছে।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ডব্লিউএইচও বলেছে, রাস্তাঘাট বা বাজারের মতো খোলা জায়গায় জীবাণুনাশক ছিটানো বা ধোঁয়া দেয়ার মধ্য দিয়ে কোভিড-১৯ ভাইরাস বা অন্য জীবাণু ধ্বংস হয়- এমন কোনো প্রমাণ নেই। কারণ নোংরা ও ময়লার স্তূপ জীবাণুনাশককে নিষ্ক্রিয় করে।

এমনকি জৈব পদার্থ যদি নাও থাকে তবুও রোগজীবাণু নিষ্ক্রিয় করতে যতটুকু সংস্পর্শ সময়ের প্রয়োজন তা রাসায়নিক স্প্রে করার মাধ্যমে পর্যাপ্ত নয়।

ডব্লিউএইচও বলছে, রাস্তা ও ফুটপাত কোভিড-১৯ ‘সংক্রমণের সংরক্ষণাগার’ হিসেবে বিবেচিত নয়। তাছাড়া খোলা জায়গায় স্প্রে করার মধ্য দিয়ে ‘মানব স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে পারে’।

এছাড়া ‘কোনো অবস্থাতেই আক্রান্ত ব্যক্তিদের ওপর জীবাণুনাশক ছিটানো সুপারিশ করা হয় না’ বলে নথিতে জোর দেয়া হয়েছে।

এটি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ক্ষতিকারক হতে পারে এবং এটি সংক্রমিত ব্যক্তির ড্রপলেট বা সংস্পর্শ থেকে ভাইরাস ছড়ানো ঠেকাতে পারে না।

এছাড়া মানুষের ওপর ক্লোরিন বা অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক ছিটালে তা চোখ ও ত্বকে প্রদাহ, ব্রঙ্কোস্পাজম ও পরিপাকতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে।

কেবল খোলা জায়গায় নয়, বাড়ির ভেতরেও জীবাণুনাশক ছড়িয়ে বিশেষ কোনো লাভ নেই বলেই জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সংস্থাটি বলছে, যদি জীবাণুনাশক প্রয়োগ করতেই হয় তবে কাপড় বা ন্যাকড়ার মাধ্যমে করা যাতে জীবাণুনাশক শুষে নিতে পারে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে গোপালগঞ্জের ক্লিনিকের ম্যানেজারের মৃত্যু

গোপালগঞ্জে এই প্রথম করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টায় গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে আইসোলেশন বেডে লিটন সরদার লিট নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

সিভিল সার্জন ডা: নিয়াজ মোহাম্মদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মৃত লিটু করোনায় আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশন বেডে ভর্তি ছিলো। তিনি বেসরকারি ক্লিনিক মেডিকেয়ার এর ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

এর আগে তিনি আজগার ক্লিনিকে ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছন। তিনি মার্কাজ মহল্লায় বসবাস করতেন। লিটু সরদার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার করপাড়া ইউনিয়নের লুথু সরদারের ছেলে। গোপালগঞ্জে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭জন।

করোনা শনাক্ত করবে মাস্ক

চীনের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বজুড়ে মহামারি রূপ নিয়েছে করোনাভাইরাস। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে করোনাভাইরাস শনাক্তে সক্ষম এক ধরনের মাস্ক তৈরি করছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজির (এমআইটি) বিজ্ঞানীরা।

তারা যে মাস্কটি তৈরির চেষ্টা করছেন, তাতে করোনা পজিটিভ ব্যক্তির শ্বাস, কাশি বা হাঁচি নিঃসৃত হলে ফ্লুরোসেন্ট সিগন্যাল তৈরি হয়ে তা আলোকিত হয়ে উঠবে। এতে শনাক্ত হবে, মাস্ক ব্যবহারকারী ব্যক্তি করোনায় সংক্রমিত।

জিকা ও ইবোলার হুমকি সমাধানে গবেষণা করে সফল হওয়া এই বিজ্ঞানী দল করোনা শনাক্তে আগের সরঞ্জামের সঙ্গে নতুন এই প্রযুক্তি তৈরি করতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।
এ ব্যাপারে গবেষণা দলের সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত সিনথেটিক জীববিজ্ঞানী ও এমআইটির অধ্যাপক ড. জিম কলিন্স বলেছেন, ‘আমরা যখন আবারও আমাদের ট্রানজিট সিস্টেমটি চালু করব এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা তল্লাশি গেটের মধ্য দিয়ে যাবে, তখন এই প্রযুক্তি দারুণ কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘যে কেউ তার কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার আগে বা পরে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে করোনা শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। হাসপাতালে অপেক্ষমাণ রোগীদের মধ্যে কে করোনায় সংক্রমিত হয়েছে, তার প্রাক-নিরীক্ষাতে এটি ব্যবহার করা যাবে।’

জীববিজ্ঞানী কলিন্স জানান, তার দল এর আগেও এমন একটি সেন্সর তৈরি করেছে, যা ভাইরাস উপস্থিত হওয়ার পর হলুদ থেকে বেগুনিতে পরিবর্তিত হয়। তাই এবারও তিনি রং পরিবর্তনকারী সেন্সর তৈরির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি।

জানা গেছে, করোনা শানাক্তে মাস্ক আলোকিত হওয়া প্রকল্পটি বর্তমানে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবে ফলাফল খুব আশাব্যঞ্জক। সূ্ত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনাভাইরাস: ভারতে আক্রান্ত ৯০ হাজার ছাড়াল

করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত পুরো বিশ্ব। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। ভারতেও হানা দিয়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস। এরই মধ্যে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৯০ হাজার।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৯০ হাজার ৯২৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৮৭২। আর সুস্থ হয়েছে ৩৪ হাজার ২২৪ জন। সূ্ত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

নারী, শিশু ও ৫০ উর্ধ্ব বয়স্কদের বাজারে প্রবেশ নিষেধ

বরগুনায় লক-ডাউনকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার নারী-পুরুষ, শিশু ও কিশোর বাজারে আসছে। প্রশাসন, আইন শৃংখলা বাহিনীর তৎপরতায়ও ঠেকানো যাচ্ছে না জনতার ঢল।

শনিবার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জনস্রোত থামাতে রবিবার থেকে কঠোর অবস্থানে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহ।

এর মধ্য রয়েছে, নারী, শিশু ও ৫০ উর্ধ্ব কোন ব্যক্তি এবং অসুস্থ কেউ বাজারে প্রবেশ করতে পারবে না। একই পরিবারের ২জনকে পাওয়া গেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করা হবে। জেলা প্রশাসনের এই ধরনের সিদ্ধান্ত সমর্থন জানিয়েছেন স্থানীয় বিভিন্ন মহল ও নাগরিক সমাজ।

কেউ কেউ দাবি করেছেন, এর সাথে সংযুক্ত করা হোক, যারা শহরে বা বাজারে আসবেন তাদের সাথে মূল জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বরগুনা জেলা সভানেত্রী নাজমা বেগম বলেন,নারী-পুরুষ নয়, সকলের প্ররবেশে কঠোর নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ।

বে-সরকারি সংগঠন “জাগো নারীর প্রধান নির্বাহী হোসনেয়ারা হাসি বলেন, আমাদের অসচেতনতার কারণেই প্রশাসন এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে নারীদের লক্ষ করেই যদি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সেটা হবে পক্ষপাতমূলক। প্রশাসন লকডাউন বাস্তবায়নে যারা ঘরের বাহিরে আসবে তাদের সাথে জাতীয় পরিচয় পত্রের মূল কপি রাখাটা বাধ্যতামূলক করতে পারেন।

ইতোমধ্যে বরগুনায় চিকিৎসক, সাংবাদিক নার্সসহ ৪২ জনের মতো ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ২ জন। তারপরও নাগরিকরা সচেতন হচ্ছে না।

জানি না ছেলে কবে আবার বাবাকে দেখতে পাবে: সানিয়া

আর দশজনের মতো করোনাভাইরাসের কারণে ভোগান্তিতে পড়েছেন ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাও। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তিনি আছেন ভারতের হায়দরাবাদে। তার স্বামী পাকিস্তানি ক্রিকেটার আটকা পড়েছেন পাকিস্তানের শিয়ালকোটে।

ফেসবুক লাইভে সানিয়া বলেন, সে পাকিস্তানে আটকে গেছে, আমি ভারতে। এমন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন। কারণ আমাদের ছোট একটি সন্তান আছে। আমি জানি না কবে ইজহান (সানিয়া-শোয়েবের ছেলে) কবে তার বাবাকে আবার দেখতে পাবে?

সানিয়া আরও বলেন, আমরা দুজনেই বেশ ইতিবাচক ও বাস্তবমুখী মানুষ। তার ৬৫ বছরের মা সেখানে আছে, তাই শোয়েবের সেখানে থাকাটা বেশি প্রয়োজন। এটাই আমাদের জন্য বেশি কল্যাণকর।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

ব্রাজিলে আরও ভয়ঙ্কর করোনা, আক্রান্তে ছাড়িয়ে গেল স্পেন-ইতালিকেও

দিন যতই যাচ্ছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। এরই মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যায় ছাড়িয়ে গেছে ইউরোপের দেশ স্পেন ও ইতালিকেও।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে ১৪ হাজার ৯১৯ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৩৩ হাজার ১৪২ জন। যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, তালিকায় ব্রাজিলের ওপরে রয়েছে আমেরিকা, রাশিয়া এবং যুক্তরাজ্য।

এক মাসের ভেতর দুইজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করা ব্রাজিলে করোনা শনাক্তের অবস্থা রীতিমতো ‘যাচ্ছেতাই’। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার তুলনায় দেশটিতে মাত্র কয়েক শতাংশ পরীক্ষা হচ্ছে।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত একদিনে দেশটিতে আরও ৮১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে এখন পর্যন্ত মোট মৃত্যু ১৫ হাজার ৬৩৩ জনের। সূ্ত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনার চরম দুর্যোগে পথ দেখাচ্ছেন পেরুর মারিয়া আন্তোনিয়েতা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের দাপটে বিশ্বজুড়েই চলছে লকডাউন। এই লকডাউন চলছে কোনও দেশে আংশিক, আবার কোনও দেশে পুরোদমে। লকডাউনের প্রভাবে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে গোটা বিশ্ব। এর প্রভাবে পৃথিবী যখন বিপর্যস্ত, ঠিক সে সময়ে পেরুর অর্থ ও ব্যবস্থাপনামন্ত্রী মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলভা অর্থনৈতিক নতুন কর্মকৌশল নিয়ে স্থিতিশীল অবস্থায় রেখেছেন দেশকে। তার এই কর্মকৌশল পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রশংসিত হয়েছে। গণমাধ্যম তাকে হিরো হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

যেভাবে আলোর পথ দেখাচ্ছেন মারিয়া আন্তোনিয়েতা মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলভা হারতে শেখেননি। লকডাউনের সময়কার নগদ অর্থ সাহায্যের এই কৌশল নিয়ে অনেক দেশই আগ্রহ দেখিয়েছে। অনেক গণমাধ্যম তাকে হিরো আখ্যা দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। করোনাভাইরাসের হাত থেকে অর্থনীতিকে সচল রাখার কৌশল আলোচনা হচ্ছে। মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলভা তার দেশ ও আশপাশের দেশগুলোর অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কমিটি গড়েছেন। এরপর তিনি তাদের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা ও ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে সম্মিলিতভাবে কাজ করার পন্থা ঠিক করেছেন। এরপরই নগদ অর্থ বিলি করা শুরু করেছে সরকার। অর্থ ও ব্যবস্থাপনামন্ত্রী বেতন কাঠামোতে সরকারিভাবে ভর্তুকি দিতে, ব্যবসায়ীদের সরকারি ঋণ সাহায্য দানের প্রস্তাব দিয়েছেন। কোনোটিই এর আগে কখনও পেরুর অর্থনীতিতে বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে হেইমে রেইশচে নামের মডি’স ইনভেস্টর সার্ভিসের একজন অর্থনীতি

বিশ্লেষক বলেছেন, ‘এগুলো হলো সরকারের ভেতরে মারিয়ার চাপের ফল। পরিষ্কার কথা বলে করোনাভাইরাসের ক্ষতির পরিমাণ জানানো ও সেই ক্ষতিতে সাড়া দেওয়ায় তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন।’

ব্যাপক মহামারীর এ সময়ে তিনি অর্থ ও ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উচ্চাকাঙ্ক্ষী দিকনির্দেশক অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা পুনরুদ্ধার প্রকল্পটি নিয়ে এসেছেন। ফলে ছোট ব্যবসায়ী ও একেবারেই সাধারণ মানুষকে উদারতা দেখানোর জন্য তাদের ভালোবাসা পেয়েছেন।

এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো হাউম্যান আরও বললেন, ‘লাতিন একটি দেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে পেরু সবার উদাহরণ।’

রিকার্ডো হাউম্যান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মারিয়ার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পেরুসহ করোনাভাইরাসের মহামারীতে আরও ১০টি দেশের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য গড়া বিশেষজ্ঞ দলের অন্যতম সদস্য।

সাত মাস বয়সের প্রিয় মন্ত্রীকে নিয়ে বললেন, ‘পেরুতে মারিয়া না থাকলে খুব ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবতে হতো।’ লকডাউনের শুরু থেকেই যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে সাহায্য নিয়ে পৌঁছাতে চেষ্টা করছেন। তার ওপর বেশির ভাগ মানুষেরই আস্থা আছে। কার্লোস অলিভা নামের সাবেক এক অধ্যাপক বলেছেন, ‘তিনি যোগাযোগে খুব ভালো, যা এই পরিস্থিতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।’

তাদের উদ্যোগের অংশ হিসেবে দুই সপ্তাহ আগে পেরু তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বন্ড রেকর্ড কমমূল্যে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করেছে। অন্যতম কারণ, বিনিয়োগকারীদের মনোবল বাড়ানো।

রাতের আধারে ত্রাণ নিয়ে দুস্থ মানুষের পাশে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ

রাতের আধারে ত্রাণ নিয়ে দুস্থ মানুষের পাশে মেহেরপুরের জেলা ছাত্রলীগ।

চলমান ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে মেহেরপুরের গাংনীতে জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে কাথুলী ইউনিয়নে অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ৮ টার দিকে কাথুলী ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামের গরীবদের মাঝে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পরে কাথুলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সহায়তা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয় ছাত্রলীগ কর্মীরা।

উল্লেখ্যঃ যে গত শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় এমপি খোকন’র বাস ভবনের সামনে এ খাদ্য সহায়তা প্রদানের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।
মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ কাজের উদ্বোধন ঘোষণা করেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা।

জেলা ছাত্রলীগের সদস্যরা কাথুলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ৯০ টি পরিবারের মাঝে রাতের আধারে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেন। এ সময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল, সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু। সহ-সভাপতি ফয়সাল জাহান শিশির। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডালিম রানা। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম মহন উপস্থিত ছিলেন।